Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 73
January-March. 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-04-17
Published: 2023-05-02

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i73.241

Gambling in the Perspective of Islam and Conventional Law : An Evaluation

Noor Mohammed*

Abstract

Gambling is a controversial issue in many parts of the world and is one of the abominations declared by Islam. Despite being prohibited in Islam, gambling exists in various forms in Muslim-dominated Bangladesh and the gambling sector has been expanded in many ways. Gambling brings severe harm to a person in religious and worldly life. This paper sketches the holistic view of Islam on gambling through descriptive method and states its harmful effects in the context of Bangladesh. The article provides a good number of recommendations for the prevention of gambling through an analytical approach. This write up has demonstrated that gambling causes harm at individual, social and state level and through religious and social awareness as well as application of proper laws, this harm can be reduced to the ultimate level.

Keywords : Gambling; Lottery; Dice; Casino; Unlawful (*Haram*).

ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে জুয়া : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

জুয়া বিশ্বের অনেকস্থানেই একটি বিতর্কিত বিষয় এবং ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ঘৃণিত কাজের মধ্যে অন্যতম। ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে জুয়া বিভিন্নরূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং জুয়ার ক্ষেত্রও নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। জুয়া একজন ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে চরম ক্ষতি ডেকে আনে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে জুয়া সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর নানা স্বরূপ ও ক্ষতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর প্রতিরোধকল্পে নানা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, জুয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষতির কারণ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সচেতনতা এবং যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এর ক্ষতির পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব।

মূলশব্দ : জুয়া; লটারি; ডাইস; ক্যাসিনো; হারাম

* Noor Mohammed is a Lecturer, (Islamic Studies) Balakhal Moqbul Ahmed Degree College, Balakhal, Hajigonj, Chandpur, Bangladesh. E-mail: noordu08@gmail.com

ভূমিকা

জুয়া অনিশ্চিত ফলাফলের উপর বাজি বা বাজি ধরার কাজ। এটি বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে একটি বিতর্কিত বিষয়। বাংলাদেশে জুয়া খেলা ১৮৬৭ সালের পাবলিক গ্যাম্বলিং অ্যাক্টের অধীনে অবৈধ, যা অনলাইন জুয়া, স্পোর্টস বেটিং এবং ক্যাসিনো গেমসহ সব ধরনের জুয়াকে নিষিদ্ধ করে। কঠোর আইন ও প্রবিধান থাকা সত্ত্বেও, জুয়া দেশে একটি সম্প্রসারণশীল অপরাধে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে- গোপনে জুয়ার আসর বসে। জুয়া বা সমজাতীয় কর্মকাণ্ড সাধারণত অপরাধ এবং দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উপরন্তু, অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মের উত্থান এবং এই ধরনের পরিষেবাগুলোতে সহজ অ্যাক্সেস বাংলাদেশে জুয়া সংক্রান্ত উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই প্লাটফর্মগুলোতে নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির অভাব সরকারের পক্ষে দেশে অবৈধ জুয়ার বিস্তারের উপর নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলেছে। এ প্রবন্ধে জুয়া এর পরিচয়, ইসলামী আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে জুয়া সংক্রান্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের বিধান এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের সামাজিক পরিমণ্ডলে এই অবৈধ কাজের কিছু খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইনজ্ঞদের মতামত, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ও বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার অনলাইন ভার্সন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বর্ণনা ও পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমে জুয়ার পরিচয়, ইতিহাস ও বাংলাদেশে এর প্রচলন ও ধরন সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে জুয়ার প্রচলিত আইন ও ইসলামের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রবন্ধটির মাধ্যমে পাঠক জুয়া সর্ম্পকিত ক্ষতিকর দিকসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং জুয়ার দণ্ড ও প্রতিকার সর্ম্পকে প্রচলিত ও ইসলামী আইনের সারনির্যাস জানতে পারবেন।

জুয়ার পরিচয়

বাংলা ভাষায় জুয়া বলতে বোঝায়, যে খেলায় বাজি রাখা হয়। ইংরেজিতে বলে Gambling. (Lahiri 2011, 476)। Gambling এর সংজ্ঞায় বলা হয়,

To gamble is to risk anything of value on a game of chance or on the outcome of any event involving chance, in the hope of profit.

জুয়া খেলা হচ্ছে, লাভের আশায় সংঘটিত কোনো ঘটনা বা খেলার দৈবক্রমে পাওয়া ফলাফলের উপর নির্ভর করে মূল্যবান কোনো কিছুর ঝুঁকি নেয়া (Arnold 1977, 8)। জুয়ার প্রতিশব্দ হিসাবে আরবী 'কিমার' (القمار) ও 'মাইসির' (الميسر) শব্দদ্বয় অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। আল কুরআনে 'মাইসির' (الميسر) শব্দ এসেছে। যেমন, আল্লাহর বাণী:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে.. (Al Qurān 2:219)

অন্যদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসে 'কিমার' (القمار) এর ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, "এসো, জুয়া খেলি" - সে যেন সদকা করে (Al Bukhārī 2015, 4860)

মাইসির (الميسر) এর শব্দমূলে রয়েছে يسر যা আরবীতে এটা সহজসাধ্যতা, প্রাচুর্য, আরাম ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (Fazlur Rahman 2015, 1145)। জুয়াকে 'মাইসির' নামকরণের কারণ সম্পর্কে আল মাওয়ারদী রহ. বলেন,

وَفِي تَسْمِيَتِهِ بِالْمَيْسِرِ وَجْهَان :أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَهْلَ الْيَسَارِ وَالثَّرْوَةِ كَانُوا يَفْعَلُونَه وَالثَّانِي: لأنه موضوع على ما ينزله مِنْ غُنْمٍ أَوْ غُرْمٍ

একে মাইসির নামকরণের দুটি দিক রয়েছে। এক: প্রাচীন যুগে সম্পদশালী ও ধনী লোকেরা এ কাজ করত। দুই: এটা হচ্ছে সহজে কোনো কিছু অর্জন করা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মত বিষয় (Al Māwardī 1999, 13/379)।

অন্যদিকে 'কিমার' (القمار) শব্দটির মূলে রয়েছে قمر যার অর্থ: চাঁদ (Rahman 2015, 802)। জুয়া বা বাজি ধরাকে চাঁদের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়,

لأنه يزيد مال المقامر تارة وينقصه أخرى كما يزيد القمر وينقص

চাঁদের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তেমনি বাজিকরের সম্পদও একসময় বৃদ্ধি পায়, অন্যসময় কমে যায় (Al Baqā'ī 1984, 243)।

বিজ্ঞ আলেমদের লেখায় 'কিমার'কে মাইসিরের একটি প্রকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসাবে শব্দদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য নেই। যেমন,

كُلُّ لَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، أَيَّ لَعِبٍ كَانَ، وَهُوَ مِنْ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ

'যে খেলায় 'কিমার' রয়েছে তা হারাম, তা যেকোন খেলায় হোক না কেন। আর এটা হল মাইসিরের অর্ন্তভুক্ত যা থেকে আল্লাহ তাআলা বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন' (Ibn Qudāmh 1967, 10/150)

ইমাম মালিক এর বরাতে ইমাম কুরতুবী রহ. স্বীয় তাফসীরে লেখেন,

وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو،وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه..... وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء

ইমাম মালিক রহ. বলেন, মাইসির হচ্ছে দুই ধরনের। মাইসিরুল লাহ্হু এবং মাইসিরুল কিমার। মাইসিরুল লাহ্হু'তে রয়েছে 'নারদ' ও 'শতরঞ্জ'[১] খেলা। আর মাইসিরুল

১ . নারদ হচ্ছে পাশা এবং শতরঞ্জ হচ্ছে দাবা ।

কিমার হচ্ছে মানুষ যার উপর বাজি ধরে। ইমাম মালিক সহ অন্যান্য আলিমদের মতে, বাজি ধরা হয় এমন সবকিছুই মাইসির (Al Qurṭubī 2006, 3/436)।

আল তুওয়াইজিরি বলেন,

الميسر: هو القمار: وهو المال الذي يحصل عليه الإنسان بلا جهد، وقد حرمه الله ورسوله، وهو من عمل الشيطان، ويسمى القمار

মাইসির হচ্ছে, কিমার। আর তা এমন সম্পদ যা মানুষ বিনা কষ্টে অর্জন করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এটা হারাম করেছেন। এটা শয়তানের কাজ। একে 'কিমার' বলা হয়। (Al Tuwaijirī 2009, 3/414)

অনেকের নিকট কিমারের তুলনায় মাইসির ব্যাপক অর্থবোধক। এ ব্যাপারে ড. আব্দুর রহীম আল সাআতী বলেন,

الميسر أعم من القمار إذ يدخل فيه اللهو، بينما يقتصر القمار على المخاطرة التي تتضمن معاملة مالية

'কিমারের তুলনায় মাইসির ব্যাপক অর্থবোধক (عام) যেহেতু মাইসিরের মধ্যে নিছক খেল তামাশা (اللهو) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর কিমার শুধু বাজি ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ যা আর্থিক লেনদেনকে শামিল করে' (Al Sā'ātī 2007, 21)

সহজ কথায়, জুয়া হচ্ছে,

كل مراهنة يكون كل داخل فيها على خطر ان يغنم أو يغرم

এমন সকল বাজি যাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি এমন ঝুঁকিতে থাকে যে, হয় সে লাভবান হবে কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ (Al Mulḥim 2008, 75)

জুয়ার ইতিহাস

জুয়ার ইতিহাস বেশ পুরোনো। যেমন প্রফেসর জেন ম্যাকমিলেন লেখেন,

> Chinese gambling, for example, can be traced back more than 4.000 years. Excavations at Ur (2000 BC), Crete (1800 BC). Egypt (1600 BC) and India (1000 BC) have unearthed dice and gaming boards: betting on horse-racing was common among the Hittites (4000 BC). Archaeological records show that for over 2.000 years many ancient Asian and Arabian societies have tossed tokens or coins to guide decisions: similar games were popular with the Greeks and Roman legions.

উদাহরণস্বরূপ, প্রায় চার হাজার বছর আগেও চৈনিক জুয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। উর (২০০০ খ্রিস্ট্রপূর্ব), ক্রীট (১৮০০ খ্রি:পূর্ব), মিসর (১৮০০ খ্রি:পূর্ব) এবং ভারতে (১০০০ খ্রি:পূর্ব) ইত্যাদি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে জুয়া খেলার ডাইস ও বোর্ড পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ঘোড়দৌড়ের উপর বাজি ধরা হিত্তিয়দের মধ্যে সাধারণ বিষয় ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক দলীল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায়, প্রায় ২০০০ বছর ধরে এশিয়ান ও আরব সমাজ টোকেন বা

> কয়েন ছুঁড়ে সিদ্ধান্ত নিত। গ্রিক ও রোমান সৈন্যদের মাঝেও এই ধরনের খেলা জনপ্রিয় ছিল (MacMillen 2005, 6)।

সাধারণত জুয়াড়িগণ ভবিষ্যত সর্ম্পকে আন্দাজ-অনুমান করে থাকে। তাই জুয়ার সাথে গণকদের (Fortune teller) একটা সম্পর্ক পাওয়া যায়। ভবিষ্যতবাণী করার সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি হল, বিভিন্ন উত্তরের দিকে ছোট ছোট নুড়ি বা পাথর ছুঁড়ে মারা। প্রাচীন গ্রিকরা কোনো কিছুর হ্যাঁ-না উত্তরের জন্য খুরওয়ালা পশুর পায়ের হাড় ব্যবহার করত। এই পদ্ধতি ঈসা আঃ এর জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিস ও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এই হাড়গুলোকে বর্তমানে জুয়া খেলায় ব্যবহৃত ডাইসের 'পূর্বসূরী' হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। ছয়তল বিশিষ্ট ডাইসের প্রথম ব্যবহার ঘটে ইট্রুসকানদের[২] (Etruscan) হাত ধরে। সবচেয়ে পুরনো ডাইসবোর্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার 'উর'[৩] শহরের রাজকীয় সমাধিতে। সেখানে পাওয়া ডাইস বা গুটিগুলো ছিল পিরামিডাকৃতির। তবে ঠিক কিভাবে এই ডাইসে খেলা হত তা জানা যায় নি। জুয়া খেলার উপাদান হিসাবে কাগজের কার্ডের প্রচলন কিভাবে ও কখন হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকের মতে কাগজের কার্ড খেলার প্রচলন ঘটে কোরিয়াতে। আবার কেউ বলেন, চীন দেশের কাগজের টাকা থেকে এর সূত্রপাত। তবে এটা নিশ্চিত যে, ১৪ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে কার্ড খেলার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ১৩৭৭ সালের এক পাণ্ডুলিপিতে কার্ড খেলার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (Arnold 1977, 8-11)। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনলাইন জুয়ার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে অ্যান্টিগুয়াভিত্তিক কোম্পানি 'ইন্টারক্যাসিনো' সর্বপ্রথম অনলাইনে জুয়ার অর্থ লেনদেনের প্রথা চালু করে। ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জ, সেন্ট্রাল আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে ১৫টির মত জুয়া খেলার অনলাইন সাইট থাকলেও মাত্র এক বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে প্রায় ২০০টি মত অনলাইন বেটিং সাইটের অস্তিত্ব পাওয়া যায় (Banks 2014, 17)।

প্রাক ইসলামী যুগের আরব জাহিলী সমাজে নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে উট জবাই করে তার অংশ বণ্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেতো, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেতো, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ করতো না, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো ('Alī 2021, 5/270)।

২. ইতালির প্রাচীন অধিবাসী।

৩. বর্তমান ইরাকে অবস্থিত জায়গাটিকে বলা হয় : *তাল আল মুকাইয়য়ার (تل ٱلْمُقَيَّر)*

সুতরাং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানবসভ্যতার প্রায় সকল যুগেই বিভিন্নরূপে জুয়া খেলার অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল।

বাংলাদেশে জুয়া

ক. প্রচলন

বাংলাদেশে ঠিক কোন সময়ে জুয়ার প্রচলন ঘটে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা দুরূহ। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুয়ার ইতিহাস খুবই প্রাচীন এবং ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগেও জুয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে অনেকে মনে করেন, উপমহাদেশে পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে জুয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং পরবর্তীতে মোঘল আমলে অভিজাত সমাজে এটা জনপ্রিয় হয়। তারা বিনোদনের অংশ হিসাবে বিভিন্ন খেলার উপরে জুয়াবাজি করত [৪] (Dippro 2019, N.P)। তবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের এক রায়ে [৫] উল্লেখ করা হয়েছে,

> The history of gambling in our subcontinent may be traced back to ancient days, and even in those days the gambling was condemned largely. .... a constitution bench of the Supreme Court of India has mentioned that the presence of gambling may be found even in the days of Mahabharat where one of the clans (Pandavas) had wagered away their chattels, Kingdom and family in a game of dice.
>
> আমাদের উপমহাদেশে জুয়ার ইতিহাস প্রাচীনকালের। সেই সময়েও জুয়াকে খারাপদৃষ্টিতেই দেখা হত।..... ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ উল্লেখ করে যে, জুয়ার অস্তিত্ব মহাভারতের যুগেও পাওয়া যায় যেখানে একটি গোত্র (পাণ্ডবগণ) পাশা খেলায় বাজি ধরে নিজেদের জমিজমা, রাজত্ব ও পরিবার খুইয়ে বসেছিল (W.P 15090, 2020)
>
> দেখা যাচ্ছে যে, উপমহাদেশে জুয়ার প্রচলন খুঁজতে গিয়ে সম্মানিত বিচারকদের পৌরাণিক ঘটনার রেফারেন্স আনতে হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায়, উপমহাদেশে জুয়ার ইতিহাস অতীব প্রাচীন এবং এর শুরুর সময়কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ।

খ. ধরন

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের জুয়া প্রচলিত রয়েছে। তবে ধরন ও ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করে এবং আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে প্রচলিত জুয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

৪. Historically, gambling and such sorts were not a part of ancient or even medieval Indian culture. It was imported first by the Portuguese merchants. Then, in the Mughal period too, it was a popular practice among the royal elite who used to gamble on different sporting occasions as a form of entertainment...

৫. রিট পিটিশন নং ১৫০৯০/২০১৬

এক: অনলাইন জুয়া

অনলাইন জুয়া বা অনলাইন বেটিং হচ্ছে, যে জুয়া খেলতে ইন্টারনেট কানেকশনযুক্ত ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যেমন, মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ বা পিসি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নাইন উইকেটস ডটকম, স্কাইফেয়ার এবং বেট ৩৬৫ সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ জুয়া খেলার জন্য জুয়াড়িদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে জুয়াড়ি প্রথমে তার নিজস্ব একটি ইমেইল আইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে। এরপর দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন মাধ্যমে জুয়ায় অংশ নিতে পারে (Rajdhani Times, Feb. 27, 2023)। অনলাইন জুয়ার লেনদেন সাধারণত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। অনেক দেশে জুয়া খেলা আইনগতভাবে বৈধ হওয়ায় অনলাইনে এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড গ্যাম্বলিং মার্কেট রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে শুধুমাত্র অনলাইন জুয়ার বাজারমূল্য ছিল ৬৩৫৩ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৩ সালে এর ব্যাপ্তি ১১.৭% বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অনলাইন জুয়ায় বাজারমূল্যের গ্রাফ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী (BBC News Bangla, 2023)।

দুই: অফলাইন জুয়া

ইন্টারনেট কানেকশনযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের কার্ড, ডাইস, স্লট মেশিন ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন খেলা, যেমন ক্রিকেট, ফুটবল ও ঘোড়দৌড়ের উপর বাজি ধরে যে জুয়া খেলা হয় সেটাই অফলাইন জুয়া। ইন্টারনেট যুগের আগে এগুলোই ছিল জুয়া খেলার প্রধান মাধ্যম। অফলাইন জুয়া সাধারণত মেলা, যাত্রাপালা এবং দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের শহরের উপকণ্ঠে কিংবা গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন বাণিজ্য মেলা বা উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে বিভিন্ন কাগজের লটারির ড্র ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। লোকেরা টাকার বিনিময়ে এইসব কাগজের লটারির টিকেট এ উদ্দেশেই ক্রয় করে যেন তারা ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় লাভবান হতে পারে [৬] আর এটাই হল জুয়া (Al Dubyān 1434H, 4/354)। আর র‍্যাফেল ড্র (Raffle Draw) হচ্ছে বহু লোকের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য নিয়ে লটারি করে একজনের কাছে বিক্রি করা, লটারি করে বিক্রি করা। ব্যবসায়িকরা কখনো তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এরূপ লটারির ব্যবস্থা করে থাকেন। আবার কখনো জনকল্যাণ, অসহায় ও দুস্থদের সহায়তার উদ্দেশ্যেও লটারির আয়োজন করা হয়। এসবও জুয়ার অর্ন্তভুক্ত। কারণ, এসব লটারিতে লোকেরা টাকার বিনিময়ে লটারির টিকেট ক্রয় করে; কিন্তু পুরস্কার পায় হাজার বা লক্ষের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন। তারা তাদের নির্ধারিত দশ কিংবা বিশ টাকার পরিবর্তে বিনিময়হীনভাবে পাচ্ছে শতসহস্র গুণ বেশি। বাকী হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ লোকের নির্ধারিত হক পুরস্কার বিজেতা ও লটারি কর্তৃপক্ষের পকেটে চলে যাচ্ছে। ব্যবসায়িক স্বার্থে ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত লটারি পদ্ধতিতে কিছুটা উপকারও রয়েছে এবং কিছুটা ক্ষতিও রয়েছে। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা

৬. فالمشتري لورقة اليانصيب اشتراها قصدًا ليربح بالحظ، فيكون قمارًا

যাবে যে, এর উপকারিতার চেয়ে ক্ষতির দিক বেশি ও ব্যাপক। কারণ, এতে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হয় তদুপরি কখনো লটারির সাথে প্রতারণাও যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে প্রতারণাই বেশি হয়ে থাকে। উপরন্তু, অসহায় ও দুস্থ লোকদের লোকদের উপকার করার জন্য এ গর্হিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে- এমন কোনো কথা নেই। সমাজে এমন অনেক সচ্ছল ও উদার লোক রয়েছে, যারা এরূপ জুয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়াও তাদের জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে পারে। তবে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রচলিত লটারিতে যদি একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয় আর এতে যদি কোনো চাঁদা নেয়া না হয়, তাহলে তা বৈধ হবে ('Alī 2021, 5/271)।

এছাড়াও আরো এক ধরনের লটারি রয়েছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। যেমন, কোনো এক বিষয়ে যখন অনেকের অধিকার সমপর্যায়ের থাকে এবং কাউকে প্রাধান্য দেয়ার নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না তখন লটারির মাধ্যমে বিষয়টির ফয়সালা করা বৈধ। যেমন শায়খ মুহাম্মাদ আল দুবইয়ান বলেন,

الفصل بالقرعة أمر مشروع عند تزاحم الحقوق

> অনেকের অধিকার একসাথে হয়ে গেলে লটারির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা শরীয়তসম্মত (Al Dubyān 1434H, 4/354)।

আল কুরআনে এই প্রকারের লটারির উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾

> যখন তাদের কোন ব্যক্তি মারইয়ামকে লালন-পালন করবে সেই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য কলম নিক্ষেপ করছিল.. (Al Qurān 3:44)।

এছাড়াও হাদীসে আয়েশা রা. থেকে উল্লেখ রয়েছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

> রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন (Al Bukhārī 2015, 2593)।

বাংলাদেশে প্রচলিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা হল ক্রিকেট খেলা। এই ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন জুয়া চলে। এসব জুয়াকে কখনো 'টাকা লাগানো' কিংবা 'ম্যাচ ধরা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনেক নিম্ন আয়ের মানুষেরা তাদের ক্রিকেট সম্পর্কিত জ্ঞানকে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহার করে। কোন খেলোয়াড় সামনের ম্যাচে কেমন খেলতে পারে - এসব আগাম অনুমান করেই এই ধরনের জুয়া খেলা হয়। যদি অনুমান সঠিক হয় সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা জুয়াড়ি বাজি ধরেন, তার চেয়ে চার থেকে পাঁচগুণ টাকা পেয়ে থাকেন (BBC News Bangla, Feb. 16, 2023)।

প্রচলিত আইনে জুয়া

বাংলাদেশের জুয়া সংক্রান্ত মূল আইনটি ব্রিটিশ উপনিবেশের সময়কালে প্রণয়ন করা হয়েছে। একে The Public Gambling Act,1867 বা 'বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন,

১৮৬৭' নামে অভিহিত করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক. 'বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন, ১৮৬৭' আইনটির ৩ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে,

> whoever advances or furnishes money for the purpose of gaming with persons frequenting such house, tent, room, space or walled enclosure, shall be liable, on conviction before any Magistrate to a fine not exceeding two hundred taka, or to imprisonment of either description, ... for any term not exceeding three months.
>
> সহজ কথায়, ব্যক্তি তার মালিকাধীন কোনো স্থানকে জুয়া খেলার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতে দিলে বা জুয়া খেলায় কোনোরূপ সাহায্য করলে সর্বোচ্চ দুইশ টাকা জরিমানা বা সর্বাধিক তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

খ. ৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে,

> On conviction of any person for keeping or using any such common gaming-house, or being present therein for the purpose of gaming, the convicting Magistrate may order all the instruments of gaming found therein to be destroyed.....
>
> অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি জুয়ার স্থান ব্যবহার বা সংরক্ষণ করলে এবং জুয়া খেলার স্থানে উপস্থিত থাকলে তাকে দণ্ডিত করার পরে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্থানের জুয়ার সরঞ্জামাদি নষ্ট করার নির্দেশ দিতে পারেন।

গ. ১৩ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে,

> Whoever, having been convicted of an offence punishable under this Act, shall be guilty of any such offence, shall be subject for every such subsequent offence to double the amount of punishment to which he would otherwise have been liable for the same: Provided that he shall not be liable in any case to a fine exceeding six hundred taka, or to imprisonment for a term exceeding one year.
>
> অর্থাৎ, জুয়ার অপরাধে কেউ একবার দণ্ডিত হওয়ার পরে পুনরায় আবার একই কাজ করলে দ্বিগুণ শাস্তি পাবে। তবে কখনই এই শাস্তি ৬০০ টাকার বেশী জরিমানা কিংবা এক বছরের বেশী কারাদণ্ড ভোগ করবে না (Laws of Bangladesh, 2019)।

সেইসাথে ১৯৭২ সালের আইনের ১৮ নং ধারার ২নং উপধারায় অতিসংক্ষেপে উল্লেখ রয়েছে যে,

'গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন' (Laws of Bangladesh, 2019)।

এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২[৭] এর ৯৫ নং ধারায় উল্লেখ আছে,

৭. একে ১৯৯২ সালের ২৩ নং আইন হিসাবে অভিহিত করা হয়।

'কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে জমায়েত হইলে অথবা অনুরূপ জমায়েতে অংশ গ্রহণ করিলে, তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন' (Laws of Bangladesh, 2019)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত আইনে জুয়ার শাস্তি মোটাদাগে দুই ধরনের।

এক. সীমিত পরিমাণে অর্থদণ্ড বা জরিমানা
দুই. কারাদণ্ড

জুয়ার ধর্মীয় ক্ষতি

জুয়ার ধর্মীয় ক্ষতি যেমন,

(ক) জুয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল ﷺ এর সাথে নাফরমানি করা হয় এবং জুয়া আল্লাহর জিকির, সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ﴾

> শয়তানতো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখতে। সুতরাং এখনও কি তোমরা বিরত হবে না? (Al Quran 5:90-91)

(খ) জুয়াড়ি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لا يدخلُ الجنةَ عاقٌّ، ولا قمارٌ، ولا منانٌ، ولا مدمنُ خمرٍ

> মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, জুয়াড়ি, অনুগ্রহ করে খোটা দানকারীও সর্বদা মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না (Al Tibrīzī 1985, 3653)।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ না করতে পারা সর্বোচ্চ ক্ষতি। জুয়া খেলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এই ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

জুয়ার পার্থিব ক্ষতি

জুয়ার পার্থিব ক্ষতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই মানুষের ধারণা ছিল। যেমন জুয়ার প্রতারণা ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অ্যারিস্টটল সাবধান করে গিয়েছেন। রোমান ইতিহাসবিদ কর্নেলিয়াস ট্যাকিটাস এমন কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা ডাইস বা গুঁটি ছুঁড়ে মারা খেলায় নিজের স্বাধীনতাকে বাজি রাখত। অর্থাৎ, জুয়াতে হেরে গেলে সে ক্রীতদাসে পরিণত হবে (Arnold 1977, 8)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকাল থেকেই জুয়াতে জড়িয়ে সর্বস্ব খোয়ানোর নজির রয়েছে। এছাড়া জুয়ার নানাবিধ পার্থিব ক্ষতির মধ্যে রয়েছে,

(ক) আসক্তির ফাঁদে পড়া

একজন জুয়াড়ির জন্য জুয়া খেলার আসক্তি নেশায় পরিণত হয়। ইতিহাসের বর্ণনায় দেখা যায়, ক্রুসেড যুদ্ধের সময় সৈন্যদের শৃংখলা রক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম

রিচার্ড 'নাইট' (Kinght) পদবীর নিচের সকলের জন্যই জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেছিল (MacMillen 2005, 6)। জুয়ার নেশায় আটকে পড়ার বিষয়টি আধুনিক বিশ্বের গবেষকের কাছে স্বীকৃত। এ জন্য অনেকেই বলেন,

> Gambling, and the harm that can arise from the expenditure of time and money on gambling, has been included amongst the addictive behaviours for several decade.
>
> অর্থাৎ, জুয়া খেলাতে সময় ও এবং অর্থ ব্যয়ের ফলে যে সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে সেটাকে কয়েক দশক ধরেই আসক্তিমূলক আচরণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে (Dickerson & O'connor 2005, 22)।

এছাড়াও দেখা যায়, জুয়া খেলতে খেলতে অনেক মানুষ নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং এই আচরণের জন্যই তাদের গোটা জীবনটা সমস্যায় ভরে যায়। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তারা শুধু জুয়া খেলার সুযোগ খোঁজে এবং জুয়ার মধ্যেই নিজেদের জীবনকে ডুবিয়ে রাখে। অনেকে টাকাপয়সা খুইয়ে এবং নানা বিপত্তি সত্ত্বেও জুয়া খেলা ছাড়তে পারে না। বহুবার জুয়ার নেশা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেও অনেকে শেষ পর্যন্ত জুয়া খেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না। এটা অনেকটা মাদকের আসক্তির মতো। মানসিক অসুস্থতার বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী, যেমন- ডিএসএম-৫ (ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিসঅর্ডার) এবং আইসিডি-১০ (ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ) অনুযায়ী জুয়া খেলার তাড়নাকে একপ্রকার আসক্তি বলেই বিবেচনা করা হয় (Dhaka Tribune, Feb. 19, 2023)। জুয়াতে আসক্ত হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, একজন জুয়াড়ি জানে না যে কখন তাকে জুয়া ছাড়তে হবে। এই আসক্তির ফলে সুখী পরিবার ধ্বংস হয়, অন্যায় পথে সম্পদ নষ্ট হয়। ধনী পরিবার নিঃস্ব হয়, সম্মানিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়।

(খ) টাকা পাচার ও লুটপাট হওয়া

জুয়া খেলায় লাভের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা লুটপাট ও অর্থ পাচারের বিষয়টি নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা। এক তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, অনলাইন গেম বানানোর কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুমতি নেয় ভারতের মুন ফ্রগ ল্যাবস কোম্পানি। পরে প্রতিনিধি (এজেন্ট) নিয়োগ দিয়ে কৌশলে 'তিন পাত্তি গোল্ড'সহ চারটি জুয়ার ওয়েবসাইট পরিচালনায় নামে তারা। এভাবে অনলাইনে জুয়ার মাধ্যমে গত ৩ বছরে ১৭৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কোম্পানিটি (Prothom Alo, Oct. 25, 2022)।

(গ) পারিবারিক অশান্তি - বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়া

জুয়া হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে এটা আল্লাহ তাআলা নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। বাস্তবতাও এর সাক্ষী। জুয়ার কারণে সৃষ্ট পারিবারিক অশান্তি খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়। নিচে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্টের আলোকে সংক্ষিপ্ত কিছু চিত্র উল্লেখ করা হল :

- জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত (Daily Star, Jul. 27, 2022)।
- জুয়া খেলায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীকে হত্যা (Jugantor, Apr. 07, 2023)
- জুয়ার টাকার জন্য অটো ছিনতাই করে চালককে হত্যা (Ajker Patrika, Apr. 04, 2023)।
- জুয়া খেলতে বাধা দেওয়ায় ফুফুকে হত্যা (Rtvonline, Nov. 08, 2022)।

উপরের সামান্য কিছু তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, জুয়া খেলা মানুষকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিয়ে আসে। জুয়া একজন মানুষের মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জীবনের সকল স্তরেই সর্বনাশ ডেকে আনে।

ইসলামে জুয়ার হুকুম

ক. নৈতিক

সকল প্রকার জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের জুয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আল কুরআনের বাণী:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তির বেদী এবং শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। যেনো তোমাদের কল্যাণ লাভ হয়' (Al Quran 5:90-91)

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে তিনি বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

নবী ﷺ শরাব পান করতে, জুয়া খেলতে, ঢোল বা তবলা বাজাতে এবং ঘরের তৈরি শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন: প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম (Abū Dāwūd 1999, 3685)।

কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার কারণে জুয়া - তা সে আরবীতে মাইসির বা কিমার যে নামেই ডাকা হোক না কেন- তা হারাম হবার ব্যাপারে মুসলিম আলেমদের ঐকমত্য বা ইজমা' রয়েছে। ইমাম আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী রহ.বলেন,

فاسم الميسر يطلق على سائر ضروب القمار و الإجماع منعقد على تحريمه

মাইসির নামটি কিমারের সকল প্রকারের উপরই প্রযোজ্য হবে এবং এর হারাম হওয়ার উপরে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Abū Ḥayyān 1993, 2/166)।

খ. জাগতিক

ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ অনুযায়ী জুয়াড়ির জাগতিক শাস্তির একটি হলো, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। ইবনু কুদামা রহ. লেখেন,

وَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُه

যে বারবার এ কাজ করবে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে (Ibn Qudāmah 1968, 10/150)।

সাক্ষ্যদানে অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া একজন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য মর্যাদাহানিকর। ইসলাম জুয়াড়িকে সাক্ষ্যদানে অযোগ্য হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে এর নিকৃষ্টতা সম্পর্কে সমাজকে বার্তা দেয়। তবে ইসলামী শরীয়তে জুয়াড়ির জন্য স্পষ্ট কোনো শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়নি। বরং একে মুসলিম শাসকদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইব্রাহিম কাইরুয এ দিকে লক্ষ্য করে বলেন,

لا توجد عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية للمقامر ؛ ولذلك فإن تقدير العقوبة يُترك لاجتهاد ولي الأمر حسب ما يرى من المصلحة، وهو ما يسمى بالتعزير

জুয়াড়ির জন্য কোনো নির্ধারিত শাস্তির কথা ইসলামী শরীয়তে পাওয়া যায় না। এ কারণে এর শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসকের কল্যাণ চিন্তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিকে ইসলামী আইনের ভাষায় তাযীর বলা হয় (Qairūz 2016, 100)

পর্যালোচনা

১. প্রবন্ধে উল্লেখিত কুরআন ও হাদিসের বাণী থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে জুয়া ও জুয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখে- এমন সকল কিছুই হারাম করেছে।

২. এ দেশের ৯০ ভাগের উপর মুসলিম ধর্মলম্বী হওয়ার পরেও জুয়ার আধিক্য ও ব্যাপকতা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করে।

৩. জুয়ার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন- যা ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত- আধুনিক বিশ্বের নিত্যনতুন পদ্ধতির জুয়া রোধে যথেষ্ট কার্যকর নয়।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জুয়ার শাস্তি যেহেতু তা'যিরের আওতায় পড়ে, সেহেতু প্রচলিত আইনের সাথে এর বিরোধের কারণ নেই।

৫. প্রচলিত আইনে জুয়ার অপরাধের পুনরাবৃত্তির শাস্তি জরিমানা ও কারাদণ্ডে নির্ণীত হয়েছে। তবে ইসলামী আইনে জুয়ার অপরাধ বারবার করলে তার সাক্ষ্য বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, জেল-জরিমানার চাইতে সমাজে কারো সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার বিষয়টি অধিকতর সম্মানহানী ও মর্মপীড়ার কারণ। ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক। আর এ কথাও সুবিদিত যে, জুয়াতে আসক্ত হওয়া একটি মানসিক রোগ। সুতরাং মানসিক রোগের প্রতিকার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

জুয়া প্রতিরোধে প্রস্তাবনা

- আইন সংশোধন

  যুক্তরাজ্য তার উপনিবেশগুলোর জন্য ১৮৬৭ সালের পাবলিক গ্যাম্বলিং আইন করেছিল। প্রকাশ্যে জুয়া আইনটি জুয়া দমনের আইন হলেও বাংলাদেশে এটি

অস্পষ্ট। ২০১৯ সালে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় এই আইনটির 'অকার্যকারিতার' বিষয়টি সামনে আসে। ওই বছর ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি ক্যাসিনোতে অভিযানের পর সিলগালা ও অনেককে আটক করা হয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে 'জুয়া খেলার' অপরাধে মামলা হয়নি। সব মামলা হয়েছে মাদক, মানি লন্ডারিং ও অস্ত্র আইনে। এসব আইনে শাস্তি বেশি। আর জুয়া আইনে 'ক্যাসিনো' বলে কোনো শব্দ নেই। তাই জুয়া আইনে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগও ছিল না (Samakal, Jan. 09, 2023) এছাড়া জুয়া ও ক্যাসিনোর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের জন্য প্রচলিত আইনে সাজার বিধান বাড়ানো উচিত বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সুতরাং আধুনিক যুগের অপরাধীদের স্থানীয় সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ আমলে নিয়ে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা উচিত।

- জবাবদিহিতার অনুভূতি

  পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিই মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। তাই সমাজের সকল স্তরে ধর্মীয় অনুশাসনকে কার্যকর করা অতীব জরুরী।

- শিক্ষা কারিকুলামে জুয়া পরিহারে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে পাঠ সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

- পরিবার হলো সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। পরিবারেই তৈরি হয় মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। তাই প্রত্যেক পরিবারের কর্তাদের উচিত, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসন সুদৃঢ় করা, তাদেরকে উপদেশ দেওয়া, তাদের কার্যক্রম তদারকি করা; যাতে তারা প্রতারণা বা জুয়ার মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে।

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ মোবাইল ফোনে, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের অপব্যবহার তথা অনলাইনে প্রতারণা ও জুয়া প্রতিরোধে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ প্রয়োগ থাকা।

- জুয়াতে পুরোপুরি আসক্ত হওয়ার পূর্বেই কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা রাখা।

উপসংহার

বাংলাদেশে জুয়া একটি জটিল সমস্যা, যার সমাধানের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন যেমন কঠোর আইন প্রয়োগ, জুয়ার বিভিন্ন উৎস বন্ধ করা, ইসলামী চেতনাকে নিজেদের মন-মগজে গেঁথে নেয়া। জুয়ার নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করার জন্য সরকার এবং সমাজের সামগ্রিকভাবে এই সমস্যাটিকে দায়িত্বশীলভাবে মোকাবেলা করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখতে জুয়ার সকল ধরন কঠোরভাবে রুদ্ধ করা সময়ের অপরিহার্য দাবী।

Bibliography

Al Qurān Al Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Al Ashʿath. 1999. *Sunan Abī Dāwūd.* Riyāḍ: Dār Al Salām.

Abū Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf Al Andalusī. 1993. *Tafsīr Al Baḥr Al Muḥīṭ*. Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah

Al Baqāʿī, Abū Bakr Ibrāhīm Ibn ʻUmar Ibn Ḥasan Ibn. 1984. *Naẓm Al Durar fī Tanāsub Al Āyāt wa Al Suwar*. Al Qāhirah: Dār Al Kitāb Al Islāmī.

Al Bukhārī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Ismāʿīl. 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Al Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah.

Al Bukhārī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Ismāʿīl. 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Al Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah.

Al Dubyān, Dubyān Ibn Muḥammad. 1434H. *Al Muʿāmalāt al Māliyyah: Aṣālah wa Muʿāṣarah.* Riyāḍ: Maktabah Al Malik Fahd

Al Māwardī, Abū Al Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad Ibn Muḥammad. 1999. *Al Ḥāwī Al Kabīr.* Bairūt: Dār Al Kutub Al ʻIlmiyyah.

Al Mulḥim, Sulaimān Ibn Aḥmad. 2008. *Al Qimār Ḥaqīqatuh Wa Aḥkāmuh.* Riyāḍ : Dār Kunūz Ishbīliyā

Al Qurṭubī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr. 2006. *Al Jāmiʿi Li Aḥkām Al Qurān*. Bairūt: Muassasah Al Risālah

Al Sāʿātī, ʻAbd Al Raḥīm ʻAbd Al Ḥalīm. 2007. "Al Muḍārabah Wal Qimār Fīl Aswāq Al Māliyyah Al Muʿāṣarah" *Majallah Jāmiʿah ʻAbd Al ʻAzīz* 20-01, 3-33.

Al Tibrīzī, Muḥammad Ibn ʻAbd Allah Al Khaṭīb. 1985. *Mishkāt al Maṣābīḥ*. Edited by :Nāṣir Al Dīn Al Albānī. Bairūt: Al Maktab Al Islāmī

Al Tuwaijirī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ʻAbd Allah. 2009. Mawsūʿah Al Fiqh Al Islāmī. Al Urdun: Bait al Afkār al Dawliyyah

ʻAlī, Aḥmad. 2021. *Bidʿah*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Arnold, Peter. 1977. *The Encyclopedia Of Gambling*. New Jersey: Chartwell books Inc.

Banks, James.2014. *Online Gambling and Crime.* England: Ashgate Publishing Limited

Dickerson, Mark. O'connor, John. 2005. *Gambling As An Addictive Behaviour.* New York: Cambridge University Press

Dippro, Abdul Wahid. 2019."Of casino and capitalism". *The Business Standard. Dec. 31.* Accessed April 04, 2023. https://www.tbsnews.net/opinion/casino-and-capitalism

Fazlur Rahman, M. 2015. *Al Muʿjam al Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani.

- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-16.html
- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-765/section-31958.html?hl=1

Ibn Qudāmh, Abū Muḥammad ʻAbd Allah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1967. *Al Mughnī.* Al Qāhirah: Maktabah Al Qāhirah.

Lahiri, Shivaprasanna. 2011. *Bangla Academy Byabaharik Bangla Abhidhan*. Dhaka: Bangla Academy.

Laws of Bangladesh.2019. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29370.html?hl=1

MacMillen, Jan. 2005. *Gambling Culture: Studies in History and Interpretation.*

Qairūz, Aḥmad Ibrāhīm. 2016. *Al Maisir Wal Qimār.* Dawlah Qaṭar: Wazārah Al Awqāf

"W.P. No. 15090 of 2016 - Supremecourt.gov.bd." Accessed April 4, 2023. http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/1059342_W.P.15090of2016..pdf.

News Paper

Rajdhani Times, Feb. 27, 2023. Accessed on April 05, 2023. https://bit.ly/3o0vx9z

BBC News Bangla, 2023. "*Bangladeshe Jua Nishiddho Holeo Online Jua Barche"* Feb. 25. Accessed on April 05, 2023. https://www.bbc.com/bengali/articles/cgrn56e2nnro

BBC News Bangla, Feb. 16, 2023. Accessed on April 15, 2023. https://www.bbc.com/bengali/articles/cnk7lnxqznlo

Samakal, Jan. 09, 2023. Accessed on April 06, 2023. https://bit.ly/43jdlIr

The Daily Star, Jul. 28, 2022. Accessed on April 09, 2023. https://bit.ly/3ZWkBat

Dhaka Tribune, Feb. 19, 2023. Accessed on April 13, 2023. https://bangla.dhakatribune.com/features/2023/02/19/1676795828212

Prothom Alo, Oct. 25, 2022. Accessed on April 13, 2023. www.prothomalo.com/bangladesh/crime/2ced800kpo

Jugantor, Ap. 07, 2023. Accessed on April 13, 2023. https://bit.ly/3mBl9F3

Rtvonline, Nov. 08, 2022. Accessed on April 13, 2023. https://bit.ly/3ojmaSz

Ajker Patrika, Apr. 04, 2023. Accessed on April 13, 2023. https://bit.ly/405LRmR